ফাতওয়া নাম্বার: ৫৫১ প্রকাশকাল:১৩-০৫-২০২৫ ইং

অন্যের ওয়াইফাই হ্যাক করে ব্যবহার করার বিধান

প্রশ্ন:

কারো ওয়াইফাই হ্যাক করে জিহাদের কাজে ব্যবহার করা যাবে কি? যেমন, জিহাদি ভিডিও ডাউনলোড করা কিংবা জিহাদ সংশ্লিষ্ট কোনো কাজে ব্যবহার করা।

-আবদুল মুমিন

উত্তর:

বিনা অনুমতিতে কোনো মুসলমানের সম্পদ ব্যবহার করা জায়েয নয়। হাদীসে এসেছে,

لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. -رواه أحمد (٣٤/ ٥٦٠ رقم: ٢١٠٨٢ ط. الرسالة) والطحاوي(١٠٣/٤ رقم: ٥٨٩٨ ط. عالم الكتب) والدارقطني (٣/٤٢٤ رقم: ٢٨٨٦ ط. الرسالة) وقال العيني في "نخب الأفكار" (١٣/ ٢٤٤ ط. وزارة الأوقاف، قطر) : "إسناده حسن جيد." وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٢/٤ ط. مكتبة القدسي) : "رجال أحمد ثقات".

"কোনো মুসলিমের সম্পদ তার সন্তুষ্টি ব্যতীত হালাল নয়।" –মুসনাদে আহমদ: ২১০৮২; শরহু মাআনিল আসার: ৫৮৯৮; সুনানে দারাকুতনী: ২৮৮৬

বস্তুত মুসলিমের জান-মাল সবই নিরাপদ। অন্যায়ভাবে তা নষ্ট করা জায়েয নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না” –সূরা নিসা ০৪: ২৯

বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. –صحيح البخاري (١/٢٤ رقم: ٦٧ ط. دار طوق النجاة) صحيح مسلم (٣/١٣٠٥ رقم: ١٦٧٩ ط. دار إحياء التراث)

“এ মাসে, এ শহরে, এ দিনটি তোমাদের জন্য যেমন হারাম ও সম্মানিত, তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জান, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের ইযযত–আবরুকে তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম ও সম্মানিত করে দিয়েছেন।” –সহীহ বুখারী: ৬৭; সহীহ মুসলিম: ১৬৭৯

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، ... وحرمة ماله كحرمة دمه. –مصنف ابن أبي شيبة(١٩/ ١٦٩ رقم: ٣٥٦٩٤ ط. دار القبلة)

“মুমিনকে গালি দেয়া ফিসক, তার সাথে যুদ্ধ করা কুফর ... এবং তার সম্পত্তি তার জানের মতোই সম্মানিত।” - মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ: ১৯/১৬৯ (দারুল কিবলাহ)

ওয়াইফাইও মুসলিমের একটি সম্পদ। তাই কারো ওয়াইফাই হ্যাক করে ব্যবহার করা জায়েয নয়; যদিও তা জিহাদের কাজের জন্য হয়। জিহাদ করতে হবে আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী। আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে, মানুষের হক নষ্ট করে জিহাদ করার হুকুম আল্লাহ আমাদের দেননি।

এ ব্যাপারে আরও জানতে দেখুন,

ফাতওয়া: ২০১- অনুমতি ছাড়া অন্যের ওয়াইফাই ব্যবহারের হুকুম কী?

فقط، والله تعالى أعلم بالصواب

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু)

২৪-১০-১৪৪৬ হি.

২৩-০৪-২০২৫ ইং